ইমাম হুসাইন رضي الله عنه এর ৫টি বৈশিষ্ট

25 June 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ৫টি বৈশিষ্ট

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে আজিমুশশান মাহফিল 6
হাসনাইনে কারীমাইনের প্রতি ভালোবাসার ফযিলত..... 9
তারা জান্নাতে আমার সাথে থাকবে...!!..... 10
(১): ইমামে হুসাইন ও শরীয়তের অনুসরণ 10
এটা কি হুসাইনের প্রতি ভালোবাসা? 12
পর্দা রক্ষা করুন! 13
(২) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কুরআনের প্রতি ভালোবাসা..... 14
কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না করা সৌভাগ্যের ব্যাপার 15
কুরআনী আয়াতের উপর আমল করার অনন্য ধরন..... 17
(৩): ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা..... 19
পোশাক মুবারকে সুন্নাতের আমল 20
(৫): ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত 23
নেক আমল নম্বর ২১ এর প্রতি তাকীদ:..... 23
সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি তাযীমের মাদানী ফুল..... 24
ঘোষণা..... 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 27
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী..... 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি তাযীমের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 29
কোন গোত্র কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার সময় পড়ার দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 34
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 35
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দোয়া..... 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

অর্থাৎ যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ পাঠ করল না সে হলো কৃপণ (ব্যক্তি)। **(তিরমিযী, পৃ:৮১১, হাদিস: ৩৫৪৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহররম শরীফের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে দিচ্ছে ✯ আহলে বাইতে পাক বিশেষ করে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং অনুগত সৈনিকদের স্মরণ করার দিন ✯ আশিকানে রাসূলের হৃদয় আহলে বাইতে পাকের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করার দ্বারা সতেজ রয়েছে ✯ আমরা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হুসাইনী, কারবালার আলোচনা করি, কারবালার আলোচনা শুনি, আজকেও اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আমরা

ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ✯ ইবাদতের স্পৃহা ✯ তাঁর কুরআন ও হাদিস ✯ এবং শরীয়তের প্রতি মুহাব্বত ও আন্তরিকতার বর্ণনা শুনব। আসুন! এর পূর্বে একটি ঈমান উদ্দীপক হাদিসে পাক ও সেটার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করি।

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে আজিমুশশান মাহফিল

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তাবরানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মু'জামু কবীরে উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি সাহাবিয়ে রাসূল ছিলেন, আলিমে কুরআনও, সুলতানুল মুফাসসিরীনও, তিনি বলেন: একবার আসরের নামাযের সময় ছিল, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরিফ আনলেন, তাকবীর (অর্থাৎ ইকামত) বলা হয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায পড়া শুরু করলেন, ৩ রাকাত পড়ে নিয়েছিলেন, যখন চতুর্থ রাকাতে পৌঁছলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহজাদা ইমাম হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তাশরিফ আনলেন, উভয় শাহজাদা তখন খুব ছোট ছিলেন।

اللّٰہ! اللّٰہ! নানাজান ও নাতিদের ভালোবাসা দেখুন! দুই নাতি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকে উঠে গেলেন, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বাভাবিকভাবে নামায পড়তে রইলেন। শেষে চতুর্থ রাকাত পূর্ণ হলো, তিনি সালাম ফিরালেন আর উভয় শাহজাদাকে নিজের সামনে বসালেন, এখন ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নানাজানের দিকে ঝুকে পড়লেন তো রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে তুলে নিলেন আর ইমামে হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের ডান কাঁধ

মুবারকের উপর এবং হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বাম (*Left*) কাঁধ মুবারকে বসালেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিসে পাক আরও রয়েছে, এরপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উভয় শাহজাদার মর্যাদা বর্ণনা করলেন তবে এর আগের হাদিস শরীফ শোনার আগে একটু কল্পনা করুন! এটি কত সুন্দর ও চমৎকার দৃশ্য হবে, !اللّٰہ !اللّٰہ ✯ স্থান কোনটি? পৃথিবীর দ্বিতীয়তম সর্বোত্তম মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী শরীফ...!! ✯ সময় কোনটি? সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নামায আসরের নামাযের সময় ✯ সামনে কে বসা ছিল? সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম উম্মতের উত্তম ব্যক্তিবর্গরা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ...!! ✯ কথোপকথনকারী কে? সমস্ত মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইমামুল আম্বিয়া صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم...!! এখন এই ✯ অসাধারণ দৃশ্যটি ✯ কেমন গুরুত্বপূর্ণ ✯ কেমন উচ্চ ✯ এবং অনন্য মাহফিল সজ্জিত রয়েছে আর উৎসর্গিত হোন! ঐ আজিমুশশান ইজতিমায়ে পাকের বিষয়বস্তু কি? ফাযায়িলে হাসনাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ!

!سُبۡحَانَ اللّٰہ কেমন শান সেই দুই শাহজাদার...!! এখন সামনে হাদিস শরীফ শুনুন! রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উভয় শাহজাদাকে তখনো মুবারক কাঁধে বসিয়ে রাখলেন, এই অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সম্বোধন করে বললেন: হে লোকেরা! اَلَا اُخۡبِرُکُمۡ بِخَیۡرِ النَّاسِ جَدًّا وَّ جَدَّۃً আমি কি তোমাদেরকে ওই বিষয়ে বলব না, যাঁদের নানা ও নানি হলেন পৃথিবীর সমস্ত নানা ও নানির চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এরপর বললেন: اَلَا اُخۡبِرُکُمۡ بِخَیۡرِ النَّاسِ عَمًّا وَّ عَمَّۃً؟ আমি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বলব না,

যাদের চাচা ও ফুফি পৃথিবীর সমস্ত চাচা ও ফুফির চেয়ে উত্তম? اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَ خَالَةً؟ আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বলব না, যাদের মামা ও খালু পৃথিবীর সমস্ত মামা ও খালুর চেয় উত্তম? اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ اَبًا وَ اُمًّا؟ আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বলব না যাদের মা-বাবা অত্যন্ত উত্তম?

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লাগাতার এই প্রশ্নগুলো করতে রইলেন, অতঃপর স্বয়ং নিজেই এগুলোর উত্তর দিতে লাগলেন, বললেন: هُمَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ..!! হে লোকেরা! শুনে নাও! তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যাদের আলোচনা আমি করছি, তারা আর কেউ নয় তারা হলেন এই দুইজন শাহজাদ হাসান ও হুসাইন (যারা এখন আমার কাঁধে রয়েছে আর তোমরা তাদের যিয়ারত করছ)।

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বয়ান জারী রেখে বললেন: ☆ جَدُّهُمَا رَسُوْلُ اللهِ তাদের নানা হলেন আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ☆ جَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ এদের নানি হলেন খাদিজাতুল কুবরা (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) ☆ اُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ এদের আম্মাজান হলেন দো'জাহানের নবীর শাহজাদী সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) ☆ اَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِب এদের আব্বাজন হলেন আলী বিন আবি তালিব (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ☆ وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ এদের চাচা জলেন হযরত জাফর বিন আবি তালিব (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ☆ عَمَّتُهُمَا اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِي طَالِبٍ এদের ফুফি হলেন উম্মে হানী رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

★ خَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللّٰهِ এদের মামা হলেন নবীপুত্র হযরত কাসিম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ★ خَالَاتُهُمَا زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، وَاُمُّ كُلْثُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللّٰهِ এদের খালাম্মা হলেন যয়নব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলছুম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) যারা রাসূলে কায়িনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী।

অতঃপর রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কথার ধারাবাহিকতা সামনে অগ্রসর করতে গিয়ে বলেন: হে লোকেরা! শুনে নাও! ★ جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ তাদের নানা-নানিও জান্নাতী ★ اَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ তাদের আব্বু ও আম্মুও জান্নাতী ★ عَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ তাদের চাচাও জান্নাতী ★ عَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ তাদের ফুফিও জান্নাতী ★ خَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ তাদের মামা ও খালাও জান্নাতী ★ هُمَا فِي الْجَنَّةِ তারা উভয়ও জান্নাতী ★ وَمَنْ اَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ আর যেসব সৌভাগ্যবান লোক তাদেরকে ভালোবাসবে, তারাও জান্নাতী।

(মু'জামু কবীর, ২/১৯৮, হাদিস: ২৬১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাসনাইনে কারীমাইনের প্রতি ভালোবাসার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাদিসে পাক শুনেছি, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই হাদিস শরীফের শেষে বলেছেন: وَمَنْ اَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ। অর্থাৎ যারা হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর প্রতি ভালোবাসা রাখবে, তারাও জান্নাতী।

তারা জান্নাতে আমার সাথে থাকবে...!!

ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী: যারা আমাদের সাথে দুনিয়ার স্বার্থে ভালোবাসা রাখে তো নিশ্চয় দুনিয়াদার তো কোন নেক বা বদী তথা মন্দ বিষয়ের সাথেও ভালোবাসা রাখে, যারা আমাদের প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি খাতিরে ভালোবাসা রাখে, তারা এবং আমরা কিয়ামতের দিন এমনভাবে থাকব, এটা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও সেটার পাশের আঙ্গুলটি মিলিয়ে দিলেন।

(মু'জামু কবীর, ২/২৪৭, হাদিস: ২৮১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কিছু ফযিলত ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখার বরকত সম্পর্কে শুনছিলাম, নিশ্চয় ভালোবাসা অনুগত করায়, যেই ভালোবাসার মধ্যে আনুগত্য থাকে না, সেটা অনেক দুর্বল ভালোবাসা।

আমরা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালোবাসি, সুতরাং আসুন! তাঁর জীবনীর কিছু দিক শুনে নিই এবং নিয়ত করি যে, আমরা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসাকে আমলীভাবে বাস্তবায়ন করতে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করব।

(১): ইমামে হুসাইন ও শরীয়তের অনুসরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনের একটি অসাধারণ ও প্রিয় দিক হলো তিনি সব সময় শরীয়তের অনুসরণ করতেন, কখনো, কোন মূহুর্তে, কোন সময়েও শরীয়ত থেকে এক বিন্দু পরিমাণের কোটি ভাগের একভাগও বাইরে যাননি। একটি খুব সুন্দর বর্ণনা শুনাচ্ছি, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

হযরত ইবনে আবি লায়লা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কারবালার ময়দানে যখন ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটা নিশ্চিত হলেন যে, ওয়াদার সময় চলে এসেছে, এখন শাহাদাত বরণ করতেই হবে তখন তিনি বললেন: আমাকে কোন মোটা কাপড় দাও! (খুব ভালোভাবে শুনুন যে, তিনি কাপড় কেন চাইলেন, বললেন: মোটা কাপড় এনে দাও!), আমি এই কাপড়টিকে আমার পরিহিত পোশাকের নিচে রাখব কেননা যখন আমি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে যাব তখন যেন আমার সতর খুলে না যায়। তাঁর খেদমতে কাপড় আনা হলো, তিনি সেটাকে তার পরিহিত কাপড়ের নিচে জড়িয়ে নিলেন। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ১৪/২২১)**

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! অবস্থা দেখুন! ✯ কারবালার ময়দান ✯ ২২ হাজার সৈন্যরা সামনে দাঁড়িয়ে আছে ✯ ৭২জন শহীদ হয়ে গিয়েছে ✯ হযরত আলী আসগর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গলার বিদ্ধ হওয়া জালিমের তীর হাতে টেনে বের করলেন ✯ ৩দিন ধরে পানি বন্ধ ✯ কণ্ঠনালি শুকিয়ে যাচ্ছিল ✯ নিশ্চিত যে এখন ব্যস শাহাদাতের সময়, রুহ বের হওয়ার পর মানুষ আর মুকাল্লাফও থাকে না কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অনুসন্ধাকারী, তারা সন্তুষ্টিই কামনা করে, তারা কোন সময়, কোন মূহুর্ত, কোন অবস্থা, যেকোন বিপদের সময়েও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি থেকে পেছনে হটে না, সব সময় ব্যস আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার রাস্তা বের করে, দেখুন! ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোন অবস্থায় রয়েছেন আর চিন্তাধারা কেমন? যখন আমি শহীদ হয়ে যাব, যখন আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ব তখন যেন আমার সতর খুলে না যায়, এই পরিস্থিতিতেও শরীয়তের উপর আমলের চিন্তাধারা রয়েছে।

এটা কি হুসাইনের প্রতি ভালোবাসা?

আফসোস! এখন পরিবেশ খারাপ হয়ে গিয়েছে ✯ দাবি হলো হুসাইনী হওয়ার কিন্তু অবস্থা হলো এটা যে, নামায এক ওয়াক্তও পড়ে না ✯ দাবি করে হুসাইনের প্রতি ভালবাসার অথচ শরীয়তের পরিপন্থী চলে ✯ আরে মিয়া! আমরা তো পৌঁছে গিয়েছি বলে শরীয়তকে নিয়ে মজা করে ✯ দাবি করে হুসাইনিয়্যতের অথচ শরীয়ত থেকে সরে গিয়ে মহিলাদের মত লম্বা লম্বা চুল রেখেছে ✯ দাবি করে যে, আমরা কারবালা ওয়ালা কিন্তু শরীয়তের খেলাপ নাচ-গান করে, নেশাজনিত জিনিস ব্যবহার করে, পর্দার একদম খেয়ালই রাখে না, সব সময় গুনাহের বাজার গরম রাখে...!! এটাই কি হোসাইনিয়্যত?

✯ আমার হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো তিনিই যিনি اَلۡاَمَانُ وَ الۡحَفِیۡظ...!! যুদ্ধ অবস্থায়, কারবালার ময়দানে, তলোওয়ারের ছায়ায় থেকেও যোহরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছেন **(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, অংশ: ৮, ৪/৫৮০)** ✯ আমার হুসাইন তো তিনি যিনি নিজের মাথা দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু শরীয়তের উপর আঁচল পড়তে দেননি ✯ আমার হুসাইন তিনি যিনি শাহাদাতের পর মাথা নিচে পড়ে রয়েছে আর কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করছে। **(কারামতে সাহাবা, পৃ:২৪৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমরা প্রতিটি সময়, প্রতিটি মূহুর্ত শরীয়ত দ্বারা আবদ্ধ ✯ নামায শরীয়ত ফরজ করেছে, আমাদেরকে পড়তেই হবে ✯ রোযা শরীয়ত ফরজ করেছে, আমাদেরকে রাখতেই হবে ✯ শরীয়তে পর্দা ফরজ করেছে, নিজের মা, নিজের বোন, কন্যাদেরকে এটার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে ✯ শরীয়তে সুদ হারাম

করেছে, সেটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে ✯ মদ পান করা শরীয়তে হারাম করেছে, সেটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে ✯ ওজনে কম দেওয়া শরীয়ত হারাম আখ্যায়িত করেছে সেটা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে, মোটকথা প্রতিটি সেই কাজ শরীয়ত যেটার নির্দেশ দিয়েছে, সেটা আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। আর প্রতিটি সেই কাজ শরীয়ত যেটা করতে নিষেধ করছে সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতেই হবে। দুনিয়া এদিক সেদিক হয়ে যাক কিন্তু আমাদের শরীয়তের বাহিরে যাওয়া উচিত নয় ✯ আমাদের মেজাজ ✯ আমাদের স্বভাব ✯ আমাদের চিন্তাধারা ✯ আমাদের আকাঙ্ক্ষা ✯ আমাদের চালচলন ✯ আমাদের উপার্জন ✯ আমাদের খাবার সবকিছু শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং আমাদেরকে শরীয়তের রাস্তায় চলেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُم حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার আকাঙ্ক্ষা আমার আনিত দ্বীন অনুযায়ী হবে না।

(মুকাশিফাতুল মাসাবীহ, অংশ: ১, ১/৫৪, হাদিস: ১৬৭)

এটি আমাদের মাপকাঠি, ব্যস আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আহকামের অনুসারী। আমাদেরকে এটার উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

পর্দা রক্ষা করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা রেওয়ায়েত শুনেছি, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুদ্ধ অবস্থায় শাহাদাতের একদম কাছাকাছিতেও পর্দা রক্ষা করেছেন, তাঁর চিন্তা ছিল যে, আমি শহীদ হয়ে যাব, আঘাত পেয়ে

ঘোড়ার নিচে পড়ে যাব কখনো যেন বেপর্দা হয়ে না যায়, সুতরাং তিনি আগেই সেটার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। এর মধ্যে ওইসব লোকদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যারা পর্দার প্রতি খেয়াল রাখে না ✯ ঘরে আমাদের মা, বোন, মেয়েরা রয়েছে কিন্তু এমন অনেকেই রয়েছে যারা বেপর্দা হয়ে ঘুরাফেরা করছে ✯ এইভাবে যারা শর্ট প্যান্ট ও শার্ট পরিধান করে, এরা যখন ঝুকে পড়ে বা বসে অথবা সিজদায় যায় তখন নাভির নিচে সোজা কোমরের অংশ দেখা যায়, এটাও সতরের অংশ, সেটাও ঢেকে রাখা ফরজ **(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮৩, অংশ: ৩)** ✯ আজকাল লোক শর্ট (Shorts) পরিধান করে, হাঁটু ও উরু দেখা যায়, এটাও বেপর্দা ✯ অনেক খেলা এমন রয়েছে যেগুলো শর্টপ্যান্ট পরিধান করে থাকে, খেলোওয়াড়রা শর্টপ্যান্ট পড়ে খেলে আর দর্শকরা দেখে দেখে মজা নেয়, সে বেপর্দা করছে আর দর্শক কুদৃষ্টি দিচ্ছে, এটা থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক, কুদৃষ্টি (অর্থাৎ যা না দেখার তা দেখা) আর বেপর্দা (অর্থাৎ গোপন রাখার অঙ্গসমূহ গোপন না রাখা) উভয়টি গুনাহ। আল্লাহ পাক এসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুক। বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার চোখকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ:১২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কুরআনের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনের এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কুরআনে পাকের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা রাখতেন, তিনি তিলাওয়াতও করতেন,

কুরআনে কারীম বুঝতেনও, সেটার উপর আমলও করতেন এবং অন্যদেরকেও শিখাতেন।

যখন ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার দিকে সফর করছিলেন, এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: আমি দেখলাম যে একটি আবাদহীন এলাকায় তাবু টাঙানো রয়েছে, আমি অবাক হলাম, কেউ জিজ্ঞাসা করল: এটি কার তাবু? আলাপকারী বলল: এটি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর (তিনি কারবালার ময়দানে যাওয়ার সময় এখানে আরাম করছেন।) ওই ব্যক্তিটি বলল: আমি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য সামনে অগ্রসর হলাম, তাবুর কাছাকাছি গেলাম তো দেখলাম: ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিলাওয়াত করছেন আর তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, অংশ: ৮, ৪/৫৬৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কী শান ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর...!! তিনি তিলাওয়াত করতেন এবং কী শান সহকারে কুরআনে পাক পাঠ করতেন, এইভাবে যে হৃদয়ে ভাবাবেগ তৈরি হতো, আল্লাহ পাকের ভয় ও তাঁর ভালোবাসা হৃদয়ে ছেয়ে যেত, মুখ দিয়ে তিলাওয়াত জারী হতো আর চোখ দিয়ে খোদাভীতির কারণে অশ্রু ঝড়ত।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না করা সৌভাগ্যের ব্যাপার

নিশ্চয় কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শোনা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বরং অনেক ফযিলত মন্ডিত নেকী। যদি তিলাওয়াত করার সময়, তিলাওয়াত শোনার সময় প্রশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়, হৃদয় আল্লাহ পাকের প্রেমে মেতে ওঠে, খোদাভীতিতে

কেঁপে ওঠে, চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, এমন তিলাওয়াত তো! سُبۡحَانَ اللّٰہ কী শান। আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনেরই, পুনঃ পুনঃ বর্ণনা সম্পন্ন, সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণে।

বর্ণনার মধ্যে রয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর এই অবস্থা ছিল যে, যখন তাদের সামনে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করা হতো তখন তাঁদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু জারী হয়ে যেত আর পশম দাঁড়িয়ে যেত।

(কুরতুবী, পারা: ২৩, আয়াতের পাদটীকা: ২৩, ৮/১৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগ্যক্রমে এখন মুসলমানদের কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্ক অনেকটা কমে যাচ্ছে, প্রথমত তিলাওয়াতকারীর সংখ্যই অনেক কম রয়েছে, এরপর যারা কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাদের মধ্যেও কান্না করে করে তিলাওয়াত করার সংখ্যাও অনেক কম রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করার এবং কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত পড়ার বা শোনার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কুরআনী আয়াতের উপর আমল করার অনন্য ধরন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনীর এটাও একটি খুব সুন্দর দিক যে, তিনি শুধুমাত তিলাওয়াতই করতেন না বরং কুরআনে করীমের উপর অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে আমলও করতেন। এটির শুধুমাত্র একটি উদাহরণ শুনুন! কিতাবের মধ্যে লিখা রয়েছে: তাঁর একজন দাসী ছিল। (আগেকার যুগে টাকা দিয়ে ক্রয় করা গোলাম ও দাসী পাওয়া যেত, এই রীতিটি কখন থেকে শুরু হয়েছে এবং ইসলাম এই ব্যাপারে কী বলেছে, গোলাম আযাদ করার কী কী ফযিলত বর্ণনা করেছে, এটি একটি আলাদা বিষয়), যাইহোক! আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি দাসী ছিল, একবার এই দাসী তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো তো খুবই উত্তম পদ্ধতিতে সালাম আরজ করলো। ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সালামের উত্তর দিলেন এর সাথে সাথেই বললেন: اَنۡتِ حُرَّۃٌ لِوَجۡہِ اللّٰہِ! তুমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আযাদ তথা মুক্ত।

পাশেই এক ব্যক্তি বসা ছিল, সে অবাক হয়ে বলল: হুযুর! দাসীটি আপনার খেদমতে উপস্থিত হলো আর আপনাকে শুধু একটি সালামই দিয়েছে আর আপনি তাকে মুক্ত করে দিলেন, এটার হিকমত কি? এখন ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উত্তর শুনুন! বললেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَاِذَا حُیِّیۡتُمۡ بِتَحِیَّۃٍ فَحَیُّوۡا بِاَحۡسَنَ مِنۡہَاۤ اَوۡ رُدُّوۡہَا ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلٰی کُلِّ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বচন দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা

شَیۡءٍ حَسِیۡبًا ﴿۸۶﴾
(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৮৫)

অপেক্ষা উত্তম বচন জবাবে বলে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর হিসাব গ্রহণকারী।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, সালাম প্রদানকারী যেই শব্দাবলী দিয়ে সালাম দেয়, তোমরা সেগুলোর চেয়ে আরও সুন্দর উত্তর দাও! বিষয় হলো এটা যে ওই কন্যাটি যেই সুন্দর পদ্ধতিতে সালাম দিয়েছে, আমার উপর হক ছিল যে তার চেয়ে আরও উত্তম জবাব দেওয়া কিন্তু এরচেয়ে উত্তম জবাব শব্দাবলীর মাধ্যমে তো দেওয়া সম্ভব না, সুতরাং আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। **(কিতাবুশ শুয়াব, পৃ:১০০)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! কী শান ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর...!! কুরআনে কারীমের উপর দৃষ্টি দেখুন কী চমৎকার...!! এটিও তাঁর একটি ইলমী যোগ্যতা যে, তিনি কথায় কথায় কুরআনী আয়াতে পাঠ করতেন, কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন, এখন আমরা একটু চিন্তা করি যে, আমাদের কয়টি আয়াত মুখস্ত রয়েছে? দৈনন্দিন জীবনে কোথায় কখন কি পড়তে হবে এরকম কয়টি আয়াত আমাদের জানা আছে? কুরআনে কারীমে ৬ হাজারের চেয়েও অধিক আয়াত রয়েছে, আমরা সকলে ভেবে দেখি যে, এই ৬ হাজারের অধিক আয়াতের মধ্যে থেকে আমরা কয়টি আয়াতের উপর আমল করি?

খুব কঠিন প্রশ্ন। যেহেতু আয়াত মুখস্ত নেই, তাহলে সেগুলো অনুবাদ ও তাফসীরও জানা নেই তো আমল কিভাবে করবেন? দেখুন! আমরা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মুসলমান। একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে উত্তম কিতাব হলো কুরআন কারীম, এটি ছাড়া অন্য কোন কথাই নেই কিন্তু আফসোসের

বিষয়! বর্তমান মুসলামানদের কুরআনে কারীম বোঝা তো দূরের কথা সঠিকভাবে আরবি বাচন ভঙ্গিতে পড়তেও পারে না, হাজারো নয় লাখো লাখো এমন লোক রয়েছে যারা নাযেরা তো পড়েছে কিন্তু সহীহভাবে তাজভীদ সহকারে পড়তে পারে না, ص কে س পড়ে, ع কে ا পড়ে, ق কে ک পড়ে, ح কে ہ পড়ে এমনটি আরও অনেক ভুল করে যা দ্বারা অর্থ পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়, সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস এবং অনেকগুলো সঠিকভাবে পড়তে পারে না, যেহেতু ভুল পড়ে তখন অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় আর এইভাবে পড়ার কারণে নামাযও হয় না...!

এখন করবেনটা কী? اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামী রয়েছে, আল্লাহ পাক আশিকানে রাসূলের এই প্রিয় সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান লাগায়, এতে অংশগ্রহণ করুন! কুরআনে কারীম শুদ্ধভাবে পড়তে পারবেন ✯ ফজরের নামাযের পর তাফসীর শোনানোর হালকা বসে থাকে, তাতে অংশগ্রহণ করুন! ✯ তাফসীরে সিরাতুল জিনান পড়ুন! اِنۡ شَآءَ الله কুরআনুল কারীমের কিছু না কিছু জানা হবে ✯ মাদানী কাফেলায় সফর করুন! ✯ নেক আমলের উপর আমল করুন! اِنۡ شَآءَ الله কুরআনে কারীমের উপর আমল করা নসীব হয়ে যাবে।

(৩): ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি যে, তিনি সুন্নাতকে অনেক ভালোবাসতেন, তাঁর নানাজানকে অনুসরণ করা, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর করা কাজগুলোকে ধারণ করা এবং যথাসম্ভব রাসূলে

করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা তার অনেক পছন্দ ছিল। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি উবায়দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যিয়ারত করেছ? বললেন: জি হ্যাঁ! আমি যিয়ারত করেছি, যখন আমি যিয়ারতের সৌভাগ্য পেয়েছি, তখন ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাথা ও দাড়ি মুবারকে মেহেদী লাগিয়েছিলেন কিন্তু দাড়ি মুবারকের সামনে কিছু সাদা দাড়ি বাদ দিয়েছিলেন, আমি যতটুকু খেয়াল করলাম তিনি এই দাড়িগুলো রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণেই বাদ দিয়েছিলেন (কেননা রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনের দাড়ি মুবারকে কিছু দাড়ি সাদা ছিল)।

(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, অংশ: ৮, ৪/৫৪৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কী শান...!! ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা, তাঁর বাহ্যিক আকৃতি যেমনটি রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলে যেত, এর সাথে সাথে তিনি এটাও অবলম্বন করতেন যে কাজকর্মেও রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্যতা রাখতেন।

পোশাক মুবারকে সুন্নাতের আমল

ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দর্জি যার দ্বারা তিনি কাপড় সেলাই করাতেন, সে বলে: আমি ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললাম: পোশাকের দৈর্ঘ্য কি পা পর্যন্ত রাখব? তিনি বললেন: না। আমি আরজ করলাম: টাকনুর নিচ পর্যন্ত রাখব? বললেন: مَا اَسۡفَلَ مِنَ الۡکَعۡبَیۡنِ فِی النَّارِ অর্থাৎ টাকনুর নিচে যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে, সেটা আগুন। **(মু'জামু কবীর, ২/২২৭, হাদিস: ২৭২৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সুন্নাতের অনুসরণ করতেন, পোশাকের মধ্যেও সুন্নাত হলো এটা যে, তেহবন্দ (তথা সেলোওয়ার বা পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি) টাকনুর উপরে থাকবে। ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটা অনুসরণ করতেন। এখন ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালোবাসার দাবিদার যারা তারা নিজেদের পোশাকের ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন, আমরা পোশাকের মধ্যে সুন্নাতের অনুসরণ করি নাকি নিত্য নতুন ফ্যাশনের অনুসরণ করি? আমাদের মাথায় সুন্নাত অনুযায়ী পাগড়ী সজ্জিত থাকে নাকি থাকে না? আমাদের সেলোওয়ার, প্যান্ট, পায়জামা ইত্যাদি টাকনুর উপরে থাকে নাকি নতুন ফ্যাশনের অযথা ভালোবাসায় টাকনুর নিচে ঝুলে থাকে? আহ আফসোস! আজকাল ফ্যাশন অনুসরণের যুগ চলছে, উঠা, বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সবকিছু সুন্নাতের আমল রাখা তো দূরের কথা অনেক লোকেরা তো এসব সুন্নাত সম্পর্কে জানেও না। হায়! ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় আমাদের যেন সুন্নাতে প্রতি ভালোবাসা নসীব হয়ে যায়। হাদিসে পাকে রয়েছে: مَنۡ اَحَبَّ سُنَّتِیۡ فَقَدۡ اَحَبَّنِیۡ وَ مَنۡ اَحَبَّنِیۡ کَانَ مَعِیَ فِی الۡجَنَّۃِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল সে আমাকে ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৯/৩৪৩)

(৪): ইমাম হুসাইনের ইলমের প্রতি আন্তরিকতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক লোক প্রশ্ন করে: ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, অতঃপর কারবালার ঘটনা চলে আসে, এর মাঝে যে, তাঁর পবিত্র জীবন কেটেছে, তাতে তিনি কী

করতেন? ওই পবিত্র জীবন কেমন ছিল? আসুন! আমি আরজ করব, এর মধ্যে তিনি কী কী করতেন? ইমামে আলী মকামের পবিত্র যৌবনকাল এবং প্রায় ৪৬ বছর বয়সের পবিত্র জীবনী, এর মধ্যে ইলমে দ্বীন শিখেছে এবং মসজিদে থেকে ইলমে দ্বীন শিখাতে রইলেন। জি হ্যাঁ! মসজিদে নববী শরীফে তিনি দরস দিতেন, নিয়মতান্ত্রিক হালকা লাগাতেন, ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাগরিদরা ওখানে উপস্থিত হতেন এবং শাহজাদায়ে মুস্তফার কাছ থেকে ইলমে দ্বীন শিখতেন। একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করলো: ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাক্ষাত কোথায় গেলে পাব?

এখন আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসা, তাঁর আদব ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে তার আন্তরিকতা দেখুন! (তিনি) বললেন: মসজিদে নববী শরীফে যাও! সেখানে তুমি একটি হালকা (বৈঠক) দেখতে পাবে, মানুষকে এমন শান্তভাবে বসে থাকতে দেখবে যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে, ওই হালকা (বৈঠক) ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ১৪/১৭৯)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! ইনি হলেন ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ...!! তিনি মসজিদে ইলমে দ্বীনের দরস দিতেন! হে আশিকানে ইমাম হুসাইন! আপনারা সাহস করুন! ইলমে দ্বীন অর্জনকারী হয়ে যান! ইলমে দ্বীনের পাঠদানকারী হয়ে যান! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা আশিকানে ইমাম হুসাইন মসজিদে দরস দেনও এবং শুনেনও। আপনিও মসজিদের দরসে অংশগ্রহণ করুন! যদি দরস দিতে পারেন তবে দরস প্রদানকারী হয়ে যান, নতুবা শ্রবণকারী হয়ে যান! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ ✯ ইলমে দ্বীন শিখার

সুযোগ হবে ✯ ততটুকু সময় মসজিদে ব্যয় করার সাওয়াব পাবেন ✯ নেককারদের সংস্পর্শে বসা নসীব হবে ✯ ঘর থেকেই দরসে অংশগ্রহণ করার নিয়তেই বের হোন তে ইলমে দ্বীনের রাস্তায় চলার সাওয়াব পাবেন ✯ اِنۡ شَآءَ الله সমস্ত সৃষ্টি এমনকি সমুদ্রের মাছেরাও দোয়া করবে।

(৫): ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুলতানে কারবালা ইমামে মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক ইবাদতগুযার, মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন, আল্লামা ইবনে আসির জাযরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন: ✯ ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নামায আদায় করতেন, রোযা রাখতেন, হজ্ব করতেন, দান-সদকা করতেন এবং প্রতিটি কল্যাণময়ী কাজ করতেন। **(উসদুল গাবাহ, হাদিস নং: ১১৭৩, ২/২৭)** ✯ শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার আব্বাজান ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিন ও রাতে এক হাজার রাকাত নফল আদায় করতেন। **(আক্বদাল ফারিদ, ৩/১১৫)** ✯ ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ২৫বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন। **(উসাদুল গবা, হাদিস নং: ১১৭৩, ২/২৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ২১ এর প্রতি তাকীদ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুদ্ধের ময়দানে তলোওয়ারে ছায়ায় থাকার পরেও এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দেননি বরং নামায অবস্থায় নিজের মন,

প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যদি আমরা নিজেদেরকে হুসাইনী দাবি করি এবং নামায ছেড়ে দিই তবে হুসাইনী হওয়ার এই দাবি করাটা একদম ভুল হবে। নামাযের প্রতি যত্নশীল হতে, নিজের মধ্যে ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের স্পৃহা পেতে এবং অন্যান্য নেক আমল করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশ নিন, ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমল রিসালা পূরণ (Fill) করা। এই রিসালার মধ্যে ৭২টি নেক আমল প্রশ্ন আকারে দেওয়া হয়েছে ওইসব নেক আমলের মধ্যে হতে একটি নেক আমল ২১ নম্বর আর তা হলো, আপনি কি আজকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে না শুধুমাত্র আমরা নামাযের প্রতি যত্নশীল হব বরং আমাদের পরিবারের লোকেরাও নামাযী হয়ে যাবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি তাযীমের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে ২টি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যে আমার আহলে বাইতদের মধ্য হতে কোন একজনের সাথে সদাচারণ করল, কিয়ামতের দিন সেটার প্রতিদান আমি তাকে প্রদান করব। **(জামে সগীর, পৃ:৫৩৩, হাদিস: ৮৮২১)** (২) বললেন: যে ব্যক্তি আউলাদে আব্দুল মুত্তালিব এর মধ্য হতে কারো সাথে দুনিয়াতে নেকী (কল্যাণ) করবে সেটার প্রতিদান দুনিয়াতেই দেওয়া আমার উপর

আবশ্যক যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। **(তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদিস: ৫২২১)** ✯ সৈয়দ বংশীয়দের তাযীম করা ফরয এবং তাদের সাথে বিয়াদবি করা হারাম। **(কুফরিয়া কালিমাত কে বা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ:২৭৭)** ✯ সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি তাযীম ও সম্মানের মূল কারণ হলো এটাই যে, এসব ব্যক্তিত্বরা রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের অংশ। **(সাআদাতে কেরামের আযমত, পৃ:৭)** ✯ আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে পৃথিবীতে তাশরিফ আনা নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি তাযীম ও সম্মান এর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ওই সকল জিনিস যা রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততা রাখে সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। **(আশ শিফা, পৃ:৫২, অংশ: ২)**

(সাআদাতে কেরামের আযমত, পৃ:৮)

ঘোষণা

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৫ জুন ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি তাযীমের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

☆ তাযীমের জন্য না নিশ্চয়তা দরকার আর না নির্দিষ্ট সনদ প্রয়োজন। সুতরাং যারা সৈয়দ বংশের দাবি করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। **(সাআদাতে কেরাম কি আযমত, পৃ:১৪)** ☆ যারা আসলের সৈয়দ নয় এবং জেনে বুঝে নিজেদেরকে সৈয়দ বলে তারা মালউন (তথা অভিশপ্ত), তাদের না ফরয কবুল হবে আর না নফল। **(সাআদাতে কেরাম কি আযমত, পৃ:১৬)** ☆ যদি কোন বদ মাযহাব সৈয়দ দাবি করে আর তার বদ মাযহাবী কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে কখনো তার তাযীম করা যাবে না। **(সাআদাতে কেরাম কি আযমত, পৃ:১৭)** ☆ সৈয়দ বংশীয়দের তাযীম করা মানে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি তাযীম প্রদর্শন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪২৩) (সাআদাতে কেরাম কি আযমত, পৃ:৮)** ☆ শিক্ষকও সৈয়দদের প্রহার করা থেকে বেঁচে থাকবেন। **(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ:৬৮৪)** ☆ সৈয়দ বংশীয়দের এমন চাকরিতে রাখা যাবে যেটাতে কোন অপমান করা হয় না অবশ্য অপমানজনজ কার্যাদিতে তাদেরকে কর্মচারী হিসেবে রাখা জায়িয নয়। **(সাআদাতে কেরাম কি আযমত, পৃ:১২)** ☆ সৈয়দকে সৈয়দ হওয়ার কারণে বিয়াদবি করা কুফরি। **(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ:৬৭৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোন গোত্র কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "কোন গোত্র কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার সময় পড়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুদের আগে রাখি এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِيۡن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد